Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

---বার the --- day of ---- , ২০২৩

Other Suit No. ৬৮/ ২০০৮

জাফর আহম্মদ মরনে তৎ ওয়ারীশ ও অন্যান্য Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

আহাম্মদ মিয়া গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ২৭/১০/১৪ খ্রিঃ, ২৬/১১/১৪ খ্রিঃ, ১১/০১০/১৫ খ্রিঃ, ২৮/০১/১৫ খ্রিঃ, ১৭/১১/১৯ খ্রিঃ, ০২/০৪/১৫ খ্রিঃ, ১৩/০৫/১৫ খ্রিঃ, ২১/০৩/২১ খ্রিঃ ও ১৭/০৪/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব এ. কে. এম. শাহজাহান উদ্দিন Advocate for Plaintiff

জনাব অজিত কুমার দে Advocate for Defendant

মিন্টু আচার্য্য (রঞ্জণ) Advocate for Defendant

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষণামূলক ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

১) তপশীলোক্ত নালিশী সম্পত্তির মূল মালিক ছিল অছি উদ্দীন প্রকাশ অছি মিয়া। তার নামে আর. এস. ৫৫৭/ ৪১৮ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। অছি উদ্দীন মরনে তৎ স্বত্ব পুত্র আবদুল ওয়াদুদ, গুড়া মিয়া, আবদুল লতিফ, ছিদ্দিক আহমদ কন্যা ফাতেমা খাতুন এবং স্ত্রী আজন্নিছা প্রাপ্ত হয়। আজন্নিছা মরনে

পুত্র কন্যাগণ পায়। আর. এস. রেকর্ডি অছি মিয়ার পুত্র ছিদ্দিক আহামদ বার্মায় চাকুরী করতেন, তবে স্ত্রী পুত্র অর্থাত বাদীগণ দেশে থাকতেন। ছিদ্দিক আহামদ বার্মা হতে বছর অন্তর দেশে আসতেন। ছিদ্দিক আহামদ এর অনুপস্থিতিতে তৎ ভ্রাতা আবদুল অদুদ ও অন্যান্য তার অজ্ঞাতে ১২/০৪/৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলা মূলে সমস্ত সম্পত্তি হেদায়েত আলী বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক ছিলেন না। ফলে বর্ণিত কবলা মূলে ছিদ্দিক আহামদ এর স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়নি। তৎ প্রেক্ষিতে খরিদ্দার হেদায়ত আলী ছিদ্দিক আহামদ এর জমিতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করেনি।

২) উক্ত ছিদ্দিক আহমদ মরণে তাহার স্বত্ব স্ত্রী-পুত্র ১ ও ২ নং বাদী প্রাপ্ত হয়। ছিদ্দিক আহমদ নাবালক না থাকায় তার পক্ষে অদু মিয়ার কবলা সম্পাদনের কোন কারণ ছিল না। এক কথায় ছিদ্দিক আহমদ এর স্বত্ব অবিক্রিত বটে। উল্লেখ্য যে, ২ নং বিবাদীর বায়া শফিক আহমদ বা ০২নং বিবাদী ও আবদুল অদুদ ২৩/০৬/৭৭ ইং তারিখের ৩৪৮৮ নং কবলামূলে কোন স্বত্ব দখল আহমদ মিয়া হইতে অর্জন করে নাই। কেননা আহমদ মিয়া ০৭/০২/৭২ ইং তারিখের ৩০১ নং কবলা মূলে দানু মিয়ার নিকট (৫ গন্ডা, ১৩/০২/৭৫ ইং তারিখের ১৩৫১ নং কবলা মূলে হালিমা খাতুন এর নিকট (৫ গন্ডা এবং ১৩/০২/৭৫ ইং তারিখের ১৩৫৩ নং কবলা মূলে নুরুল ইসলামের নিকট (৫ গন্ডা সর্বমোট (১৫ গন্ডা অংশাতিরিক্ত জমি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হন। ২ নং বিবাদী ও আবদুল অদুদু তৎ পরবর্তী কবলা মূলে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ফলে আবদুল অদুদ হইতে ২০/১২/৯০ ইং তারিখের ৬৮১২ নং কবলা মূলে “মের্সাস কর্ণফুলী ফিলিং ষ্ট্রেশন লিঃ” কোন স্বত্ব দখল অর্জন করে নাই। বিবাদীর দাবিকৃত কথিত কবলা সমূহ বেআইনী, ফেরবী ও অকার্য্যকর বটে। তবে বিবাদীর দাবিকৃত ০৭/০২/৭২ ইং তারিখের দানু মিয়ার ৩০১ নং কবলা ফেরবী বা অকার্য্যকর নহে। বরং তাহা কার্য্যকর বটে। পরবর্তীতে দানু মিয়ার ওয়ারিশ হইতে খরিদ পরম্পরায় ২৬নং বিবাদী স্বত্ববান দখলকার আছে

৩) সম্প্রতি ১-৩ নং বিবাদী নালিশী ভূমি খরিদ করিয়াছে ও ৪-১১ নং বিবাদীগনের নিজ ও পূববর্তীর নামে বি. এস. জরীপ পরিমিত হওয়ার প্রেক্ষিতে নালিশী ভূমিতে স্বত্ব দাবী করিলে বাদী বিগত ০৯/১০/০৭ ইং তারিখে নালিশী বি. এস. খতিয়ানের সহি মোহরী নকল সংগ্রহে জানিতে পারেন যে, বি. এস. খতিয়ানে বাদীগণের পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহামদ এর নামে অথবা বাদীগণের নামে জরীপ না হয়ে ভুল ও ভিত্তিহীন ভাবে ৪নং মূল বিবাদী ও ৫-১১ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী নামে জরীপ পরিমিত হইয়াছে। উক্তরূপ ভুল জরীপ দ্বারা বাদীগনের দখলে কোন বিঘ্ন সৃজন না হইলেও বাদীগণের স্বত্ব মেঘাকৃত হওয়ায় বাদীগণ তাহা নিরসনার্থে অত্র মামলা দায়েরে বাধ্য হইলেন।

৪) <u>অন্যদিকে ২ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে</u> নালিশী আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ৮৭ শতক ও আর. এস. ১৪৬৫ দাগের ১৫ শতক জমির মালিক ছিল অছি উদ্দিন। অছি উদ্দিনের মৃত্যুতে তৎ ওয়ারীশগণ (০৪ পুত্র যথাক্রমে আবদুল ওয়াদুদ, গুরা মিয়া, আবদুল লতিফ, ছিদ্দিক আহমদ, কন্যা ফাতেমা খাতুন, স্ত্রী তাজন্নিছা) বিগত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে ১১৪৮ নং কবলা মূলে তাদের সম্পূর্ন

স্বত্ব হেদায়েত আলীর নিকট বিক্রয় করেন। ছিদ্দিক আহমদ নাবালক থাকায় তৎ পক্ষে ভ্রাতা অভিভাবক হিসাবে কবলা প্রদান করেন। ছিদ্দিক আহমদ সাবালক হওয়ার পওে উক্ত কবলা বিষয়ে কোন কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি। হেদায়েত আলী মরনে তাহার স্বত্ব ৩ পুত্র আহমদ মিয়া, মুন্সী মিয়া, সাকের আহমদ প্রকাশ সাইর আহমদ প্রাপ্ত হন। উক্ত সাইর আহমদ ১৪/০৫/১৯৫৮ ইং তারিখে ০২ কবলায় আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ৩৬ শতক এবং আর. এস. ১৪৬৫ দাগের ৪ শতক জমি নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজনের বরাবরে হস্তান্তর করেন। আবার মুন্সী মিয়া ১৯৫৫ ইং সনে ৪৪৫৪ নং কবলা মূলে আর. এস. ১৪৬৩ দাগে ১৪ গন্ডা সম্পত্তি আবদুল মোনাফ এর নিকট বিক্রয় করেন। আবদুল মোনাফ হতে উক্ত সম্পত্তি ১৯৫৭ ইং সনের ৪৪৬৪ নং দলিলমূলে নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজন খরিদ করে।

৫) উক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজন মরনে দুইপুত্র রাম লাল নাথ ও প্রফুল্ল চন্দ্র নাথ ওয়ারিশ থাকে। রাম লাল নাথ মরনে পুত্র দিলীপ কুমার নাথ ও স্ত্রী মেনকা বালা নাথ ওয়ারিশ থাকে। উক্ত প্রফুল্ল কুমার নাথ মরনে ৩ পুত্র সুভাষ চন্দ্র নাথ, প্রভাষ চন্দ্র নাথ, রনজিৎ কুমার নাথ ওয়ারিশ থাকে। উপরোক্ত সুভাষ চন্দ্র নাথ গং একত্রে বিগত ২৬/০৫/১৯৮১ ইং তারিখে ৮৯৩০ নং কবলা মূলে নালিশী ও অপরাপর দাগে ২৬ শতক সম্পত্তি ফজলুর রহমান এর নিকট হস্তান্তর করেন। আবার দিলীপ কুমার নাথ ও মেনকা বালা নাথ বিগত ২০/০২/১৯৮২ ইং তারিখে ৩৬৪২ নং কবলা মূলে নালিশী ও অপরাপর দাগে (১০।।/ কন্ট (দশ গন্ডা দুই কড়া এক কন্ট) সম্পত্তি ২ নং বিবাদীর মাতা আফিয়া খাতুনের নিকট আপোষ মতে আর. এস. ১৪৬৩/১৪৬৫ দাগাদিতে হস্তান্তর করেন।

৬) বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য এই, ফজলুর রহমান মরনে পিতা মতিয়র রহমান, স্ত্রী শামসুন নাহার ভ্রাতা বজলুর রহমানকে ওয়ারিশ রাখিয়া যান। উক্ত শামছুন নাহার পরবর্তীতে বজলুর রহমানের স্ত্রী হয়। মতিয়র রহমান ও সামছুন্নাহার তৎ স্বত্ব ০৩/০৯/১৯৯৬ ইং তারিখে ৫০৬৪ নং দানপত্র এবং ২০০২ ইং তারিখের ৩৭১৮ নং দানপত্র মূলে ২ নং বিবাদী কে দান করেন। ২ নং বিবাদী তাহার নামে বি. এস. ৫৬৪ ৮১৫, ১১৪৭, ৮৩৯ নং নামজারী খতিয়ান সৃজনক্রমে P.A.B. রোডের পূর্ব পার্শ্বে বর্তমানে ভোগ দখলে রহিয়াছেন। উল্লেখ্য, আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ৮৭ শতক সম্পত্তি সামিল বি. এস. ১৪৭৮ দাগের ৭৮ শতক হয়। উপরোক্ত আর. এস. ১৪৬৩ দাগের প্রায় মধ্যখানে উত্তর দক্ষিণ প্রলম্বিত P.A.B. রোডে প্রায় ৪৮ শতক সম্পত্তি রাস্তায় অন্তর্ভূক্ত হয়। অবশিষ্ট সম্পত্তি P.A.B. রোডের পূর্ব ও পশ্চিম স্থিত আছে। আর. এস. ১৪৬৩ দাগে রোডের পূর্ব পার্শ্বে বর্তমানে দুই ব্লকে ৮ গন্ডা সম্পত্তি রয়েছে, তন্মধ্যে (৬ গন্ডাতে ২ নং বিবাদীর আমির সেনিটারী নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গাছপালা রয়েছে। রোডের পশ্চিম পার্শ্বে ২নং বিবাদীর মালিকানাধীন আর. এস. ১৪৬৫ দাগে ২.৭৫ শতক এবং আর. এস. ১৪৬৩ দাগে ১৩.৭৫ শতক ভূমি আছে এবং তথায় ২নং বিবাদী ও তদীয় পাটনার ২৭ নং বিবাদীর প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী সি. এন. জি. ফিলিং ষ্টেশন লিঃ ও পেট্রোল পাম্প রয়েছে।

৭) হেদায়েত আলীর পুত্র আহমদ মিয়া ভগ্নি বিলখিজ খাতুন এর স্বত্ব ১৯৬০ ইং সনের ৩১২৫ নং কবলা মূলে খরিদ করেন। পরবর্তীতে উক্ত আহম্মদ মিয়া ১৯৭৭ সনে ৩৫৯১ নং কবলা ১৪৬৩ দাগে ১০ শতক শফিক আহমদ বরাবরে বিক্রয় করেন। শফিক আহমদ ২৯/০৪/১৯৮৬ ইং তারিখে উক্ত সম্পত্তি অত্র বিবাদী ও আবদুল ওয়াদুদের নিকট হস্তান্তর করেন। আহমদ মিয়া বিগত ১৯/০৫/১৯৮৬ ইং তারিখের কবলামূলে নালিশী ১৪৬৩/১৯৬৫ নং দাগাদিতে ১২ শতক ভূমি অত্র বিবাদী ও আবদুল ওয়াদুদ বরাবর বিক্রয় করেন। আবদুল অদুদ ২০/১২/১৯৯০ ইং তারিখে ৬৮১২ নং কবলা মূলে মেসার্স কর্ণফুলী ফিলিং ষ্টেশন লিঃ এর বরাবরে হস্তান্তর করেন। পরবর্তীতে তার নামে নামজারি খতিয়ান হয়।

৮) বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য হলো, আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ৮৭ শতক ভূমি হইতে ৪৮ শতক জমি একেয়ার হয়। উক্ত একেয়ারকৃত সম্পত্তি হইতে ২২ শতক সম্পত্তির জন্য আফিয়া খাতুন ও আহমদ মিয়া হইতে খরিদ সূত্রে মালিক নুরুল ইসলাম ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করেন। উক্ত আর. এস. ১৪৬৩ নং দাগের জায়গা বি. এস. ১৪৭৮ দাগে বি. এস. ১৮৯ খতিয়ান অন্তর্ভূক্ত হয় যাতে অছি মিয়ার নাম ভুলে রেকর্ড হয়। অন্যদিকে আর. এস. ১৪৬৫ নং দাগের জায়গা বি. এস. ১৪৭৯ দাগে বি. এস. ১৮৮ নং খতিয়ানে অন্তভূক্ত হয়। এই বিবাদী পক্ষের খরিদা আর. এস. ১৪৬৩/১৪৬৫ দাগের ভূমি সহ অন্যান্য দাগের উক্তরূপ জায়গায় পি. এ. বি. সড়ক এর পশ্চিম পার্শ্বে বর্তমানে কর্ণফুলী সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন লিঃ নামীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং তৎ সংলগ্ন আর. এস. ১৪৬৩ ও ১৪৬৫ দাগের ভূমিতে অর্ধনির্মিত পাকা কর্ণস্ট্রাকশন আছে এবং পি এ বি সড়ক পূর্ব পার্শ্বে আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ভূমিতে কাঁচা গৃহ ভাড়ায় লাগিয়ত করা হয়। উক্ত সেনেটারী পাইপ তৈরীর জন্য ভাড়া কৃত জায়গায় সংলগ্ন উত্তর পাশে ৩ নং বিবাদী মৃত ইঞ্জিনিয়ার মোঃ সোলায়মানের জায়গা হয়।

৯) অত্র বিবাদীর আরো বক্তব্য হলো, হেদায়েত আলীর পুত্র আহমদ মিয়া ৭ শতক সম্পত্তি খরিদ সূত্রে মালিক থাকাবস্থায় ০৭/০২/১৯৭২ ইং তারিখের ৩০১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত কবলা মূলে ১০ শতক আহমদ মিয়া তৎ সম্পত্তি খরিদ্দার দের ধোকা দেওয়ার জন্য তৎ শ্বশুর দানু মিয়ার নামে বেনামীতে বিগত ০৭/০২/১৯৭২ ইং ৩০১ নং কবলা কাগুজী দলিল সৃজন করিয়া রাখেন। উক্ত দলিল মূলে দানু মিয়া কখনো ভোগদখল করেননি। আহম্মদ মিয়া তা দখল করত। পরবর্তীতে দানু মিয়ার নামে বি. এস. খতিয়ান হয়নি। আহমদ মিয়া উক্ত কবলার বিষয় গোপন রাখিয়া তৎ সমুদয় সম্পত্তি হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হন। সুতরাং দানু মিয়ার মৃত্যুর পর তৎ স্ত্রী ও ভ্রাতা আনু মিয়া কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি। উক্ত প্রেক্ষিতে আনু মিয়ার ওয়ারিশান কর্তৃক ০৪/১১/১৯৯৯ ইং তারিখের ৭১১২ নং কবলামুলে আহমদ মিয়ার পুত্র মোঃ আলী গং মালিক হননি। উক্ত কবলা বেআইনী ও অকার্যকর হয়। একই ভাবে আনু মিয়ার কন্যা স্বত্ব দখলবিহীন রেশমজান বেগম কর্তৃক ২৭/০৫/২০০২ ইং ৩৩৬৯ নং কবলাও ফেরবী ও অকার্যকর দলিল হয়। পরবর্তীতে আহমদ মিয়ার পুত্র শাহ আলম গং কৃর্তক সম্পাদিত ০৪/০৩/২০০৯ ইং তারিখে ১৮৩৬ নং রেজিঃকৃত আমমোক্তারনামা দলিলও অকার্যকর হয়।

১০) আহম্মদ মিয়ার কথিত পুত্রগণ উক্ত সম্পত্তি তঞ্চকতার আশ্রয়ে হস্তান্তরের নিমিত্তে বি. এস. খতিয়ানে ভুলে আহমদ মিয়ার নাম অন্তভূক্ত থাকায় তাহাদের পিতা জীবিত আহমদ মিয়াকে মিথ্যাভাবে উক্ত হেদায়েত আলীর পুত্র আহমদ মিয়াকে মৃত পুত্র প্রদর্শন করেন এবং জীবিত আহমদ মিয়ার ওয়ারীশগনের নাম গোপন করে শুধুমাত্র তাদের নামে নামজারী করেন। প্রকৃত পক্ষে আহমদ মিয়া জীবিত রহিয়াছে। তৎ প্রমাণে ১৮/১০/২০১৪ ইং তারিখের ইউ পি এর প্রত্যয়ন পত্র রয়েছে। আহম্মহ মিয়া নিয়মিত বয়স্ক ভাতা গ্রহণ করতেন। উক্ত আহমদ মিয়ার বয়স্ক ভাতা গ্রহণের বিহঃ নং- চর/৫৫২২ হয়। উক্ত আহমদ মিয়ার ২ স্ত্রী, ৯ পুত্র ও ৫ কন্যা রহিয়াছে। কথিত ০৪/০৩/২০০৯ ইং ১৮৩৬ নং ফেরবী আমমোক্তার নামা ব্যবহারে বিগত ০৩/০৬/২০১২ ইং তারিখে ৬০৫২ নং ফেরবী কবলা সৃজন হয়। জাহাঙ্গীর আলম কথিত ভাবে ফেরব পূর্ণ ভাবে বিগত ২৫/০৯/২০১২ ইং তারিখে ৯৭৫৯ নং আমমোক্তার নামা সৃজনে জিয়াউদ্দিন বাবুল কে আমমোক্তার প্রদর্শন করেন। পরবর্তীতে জিয়া উদ্দিন বাবুল এর দ্বারা বিগত ১৫/০৯/২০১৪ ইং তারিখে ৭৪২২ নং ফেরবী কবলা মূলে ৫ গন্ডা ভূমি উক্ত পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহেরের বরাবরে হস্তান্তর করা হয়। পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহেরের পূর্ববর্তী বায়াগণ কর্তৃক জীবিত আহমদ মিয়াকে মৃত আহমদ মিয়া দেখাইয়া তাহাদের নামে ফেরবী বি. এস. নামজারী ১৬৯০ নং খতিয়ান সৃজন করেন। আহমদ মিয়ার পুত্র শাহ আলম গং কথিতভাবে ফেরবী ওয়ারিশান সনদপত্র দিয়া বি. এস. ১৪৭৮ নং দাগে ০৪০০ শতাংশ ভূমি বাবদে বি. এস. ১৬৬৪ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। উক্ত বি. এস. ১৬৯০ নং ও ১৬৬৪ নং নামজারী হইতে পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহেরের বায়া কহিনুর আকতার স্বামী শাহ আলম কর্তৃক নামজারী ও জমাভাগ মামলা নং- ৭২৭২/২০১২ ইংরেজীর বিগত ২৩/০৭/২০১২ হুকুম মূলে বি. এস. ১৪৭৮ দাগে ০৬০০ শতাংশ ভূমির জন্য ১৭৩৮ নং ফেরবী নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। একইরূপে জাহাঙ্গীর আলম পীং, সকির আহমদ ফেরবপূর্ণ ভাবে ১৭৮৯ নং বি. এস. নামজারী খতিয়ান সৃজন করেন। পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহের স্বত্বস্বার্থ দখলবিহীন ব্যক্তি হইতে ১৫/০৯/২০১৪ ইং তারিখে ৭৪২২ নং তঞ্চকতা মূলক দলিল সৃষ্টি করে তৎ দলিলে উল্লিখিত সম্পত্তিতে কোনরূপ স্বত্ব বা দখল প্রাপ্ত হয় নাই।

১১) উক্ত পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহের আহমদ মিয়া কর্তৃক বিগত ১৩/০২/১৯৭৫ ইং ১৩৩১ নং কবলা মূলে ৫ গন্ডা সম্পত্তি হালিমা খাতুনের বরাবরে হস্তান্তর এবং হালিমা খাতুন হইতে বিগত ০৯/০৮/১৯৯৯ ইং তারিখের ৫২৪৪ নং এওয়াজনামা মূলে (৩।। কড়া ভূমি উক্ত ০৩নং বিবাদী মোঃ সোলেমানের বরাবরে হস্তান্তর স্বীকার করিয়াছেন। উপরোক্ত সোলেমানের ওয়ারিশ পুত্র মোহাম্মদ জোবায়ের প্রঃ বাহাদুর হইতে বিগত ২৪/০৭/২০১৪ ইং তারিখে ৬১৯২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত (১-৫ তিল ভূমি পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহের খরিদ করেন বিধায় কোনভাবে বিগত ১৫/০৯/২০১৪ ইং তারিখের ৭৪২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত ফেরবী তঞ্চকতা মূলক দলিল মূলে উক্ত ফেরবী কবলার ৫ গন্ডা সম্পত্তি দাবী করিতে পারেন না। নালিশী ভূমিতে ছিদ্দিক আহমদ তথা বাদীগণের বা পক্ষভূক্ত বিবাদী আবু তাহেরের বিগত ১৫/০৯/২০১৪ ইং তারিখের ৭৪২২ নং রেজিষ্ট্রীকৃত তঞ্চকতা মূলক দলিল মূলে কোন অংশে ভোগ দখলে

নাই। আবু তাহের মৃত ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সোলায়মান এর পুত্র মোঃ জোবায়ের প্রঃ বাহাদুর হইতে ২৪/০৭/২০১৪ ইং তারিখে ৬১৯২ নং কবলা মূলে (১-৫ দন্ত সম্পত্তিতে দখলে গিয়া তৎ ফেরবের আশ্রয়ে নেওয়া বিগত ১৫/০৯/২০১৪ ইং ৭৪২২ নং তঞ্চকতা মূলক কবলা মূলে স্বত্ব দাবী করিতে অধিকারী নহে। উক্ত ১৫/০৯/২০১৪ ইং ৭৪২২ নং কবলা ফেরবী Void Abinitio বেআইনী ও অকার্যকর দলিল হয়। বাদী অত্র মোকদ্দমায় নালিশী সম্পত্তির ১৯০০ শতাংশ ভূমিতে বি. এস. নামজারী ৮৩৯ নং খতিয়ানের মালিক মেসার্স কর্ণফুলী সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন লিঃ কে বিবাদীপক্ষ ভূক্ত করেন নাই। এই বিবাদী বি. এস. নামজারী ৫৬৪/৮১৫/১৯৪৭/৮৩৯ নং খতিয়ানাদি সৃজনে খাজনাদি আদায়ে সর্বজনের জ্ঞাতসারে, তমাদি দরতমাদির উর্দ্ধকাল যাবৎ ভোগ দখলে রহিয়াছেন। স্বত্ব দখলবিহীন বাদীপক্ষের মিথ্যা মোকদ্দমা সব্যয় খারিজযোগ্য হয়।

১২) অন্যদিকে ৩ নং বিবাদী পক্ষের বর্ননার মূল বক্তব্য হলো, নালিশী সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মূল মালিক অছিউদ্দিন। অছি উদ্দিন মরনে তৎ ওয়ারীশ স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ সমুদয় স্বত্ব ১৯৩৯ ইং সনের ১১৪৮ নং কবলামূলে হেদায়েত আলীর নিকট হস্তান্তর করেন। অছিউদ্দিন পুত্র ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক থাকায় তাহার পক্ষে ভ্রাতা আবদুল ওদুদ অভিভাবক হিসাবে সম্পাদন করেন। হেদায়েত আলীর মৃত্যুর পর তাহার স্বত্ব পুত্র আহম্মদ মিয়া পায়। তাহার নামে বি এস জরিপ প্রচারিত আছে। আহম্মদ মিয়া নালিশী আর এস ১৪৬৩/১৪৬৫ দাগে ১০ শতক ভূমি ১৩/২/১৯৭৫ ইং তারিখে হালিমা খাতুনের নিকট হস্তান্তর করেন। হালিমা খাতুনের নামে ১৯৮৯/১৯৯০ সনে ৫৬৫ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়। হালিমা খাতুন ৩ গন্ডা ভূমি ৩ নং বিবাদী মোঃ সোলেমান এর সহিত এয়াজবদল করেন। এভাবে ৩ নং বিবাদী নালিশী দাগে ৩ গন্ডা ভূমি প্রাপ্ত হন। ছিদ্দিক আহম্মদ নালিশী দাগের ভূমি ১৯৩৯ সনের দলিল মূলে হেদায়েত আলীর নিকট হস্তান্তর করায় ছিদ্দিক আহম্মদ এর ওয়ারীশ বাদীগণ নালিশী দাগে ওয়ারীশসূত্রে কোন স্বত্ব স্বার্থ অর্জন করেননি। হেদায়েত আলীর কবলা আইনত কার্যকরী হওয়ায় হেদায়েত আলী মরনে মালিক হয় তৎ পুত্র আহম্মদ মিয়া এবং তাহার নামে বি স জরিপ প্রচারিত হওয়ায় উক্ত ১২/৪/৩৯ ইং তারিখের কবলা আইনত বৈধ এবং কার্যকরী হয়েছে। বাদীগণ উক্ত কবলা দ্বারা বাধ্য। বাদীগন নালিশী দাগে স্বত্ব দখলহীন হওয়ায় বাদীর মামলা খারিজযোগ্য।

১৩) অন্যদিকে ৪ (ক) নং পক্ষভুক্ত বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে ২ নং বিবাদীর বর্ননার সহিত অত্র বিবাদীর বক্তব্য অনেকটা মিল থাকায় বক্তব্য পুনরাবৃত্তি হতে বিরত থাকলাম। অত্র বিবাদীর মূল বক্তব্য হলো এই বিবাদীর পিতা আহমদ মিয়া আর. এস. ১৪৬৩/১৪৬৫ দাগাদি হইতে বিগত ১৯/০৫/১৯৮৬ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৪৮৮ নং কবলা মূলে ১২ শতক এবং বিগত ০৭/০২/১৯৮৮ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রীকৃত ৬২৭ নং কবলা মূলে ০৭ শতক সর্বমোট ১৯ শতক ভূমি হাজী রুস্তম মিয়ার পুত্র আবদুল ওয়াদুদ এবং হাজী মতিয়র রহমানের পুত্র ০২নং বিবাদী বজলুর রহমানের নিকট বিক্রয় পূর্বক দখল হস্তান্তর করেন।

১৪) অন্যদিকে ২৬ বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে নালিশী ভূমি অছি উদ্দীনের স্বত্বীয় দখলীয় ভূমি ছিল। তৎ মতে নালিশী আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। অছি উদ্দীন মরণে স্ত্রী-আজলন্নেছা, পুত্র-অদু মিয়া, গুড়া মিয়া, আবদুল লতিফ, ছিদ্দিকি আহমদ, কন্যা- গোলাপজান, ফাতেমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত আজলন্নেছা, পুত্র অদু মিয়া, গুড়া মিয়া, আবদুল লতিফ, ছিদ্দিক আহমদ, গোলাপজান, ফাতেমা খাতুন স্বয়ং এবং ছিদ্দিক আহমদের পক্ষে উক্ত অদু মিয়া বিগত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে ১১৪৮ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে হেদায়েত আলী বরাবরে বিক্রী করেন এবং দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত হেদায়েত আলী মরণে তিন পুত্র-আহমদ মিয়া, মুন্সী মিয়া, সাইর আহমদ, এক কন্যা-বলকিছ খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত বলকিছ খাতুন নালিশী ভূমিতে পৈতৃক মিরাজ প্রাপ্ত স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার থাকাবস্থায় বিগত ১৩/০৮/১৯৬০ ইং তারিখে ৬১২৫ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে (৩।।. কড়া বা ০৭ শতক ভূমি ভ্রাতা উক্ত আহমদ মিয়ার নিকট বিক্রী করেন। উক্ত আহমদ মিয়া পৈতৃক মিরাজ প্রাপ্ত স্বত্ব এবং খরিদা স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার থাকিয়া বিগত ০৭/০২/১৯৭২ ইং তারিখে ৩০১ নং রেজষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে (৫ গন্ডা বা ১০ শতক ভূমি দানু মিয়ার নিকট বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত দানু মিয়া পুত্র, কন্যা, বিহীন মরণে স্ত্রী ছকিনা খাতুন এবং ভ্রাতা আনু মিয়া প্রাপ্ত হন। উক্ত আনু মিয়া মরণে স্ত্রী-মরিয়ম খাতুন, পুত্র-শাহজামাল, নুর জামাল, নুরুচ্ছঃফা কন্যা-বুলবুলি খাতুন, রেশমজান প্রাপ্ত হন। উক্ত দানু মরিয়ম খাতুন, শাহজামাল, নুর জামাঃল, নুরুচ্ছফা বুলবুলি খাতুনের প্রাপ্ত স্বত্ব বিগত ০৪/ ১১/১৯৯৯ ইং তারিখে ৭১১২ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে মোঃ আলী, নাছির আহাম্মদ, রশিদ আহাম্মদ ও মোঃ হোসেন প্রাপ্ত হয়। উক্ত দানু মিয়ার স্ত্রী-ছকিনা খাতুন পুত্র, কন্যা বিহীন মরণে তৎ স্বত্ব তৎ একমাত্র ভ্রাতা জাগির হোসেন প্রাপ্ত হয়। উক্ত জাগির হোসেন ও উপরোক্ত রেশমজান এর প্রাপ্ত স্বত্ব বিগত ২৭/০৫/২০০২ ইং তারিখে ৩৩৬৯ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে শাহ আলম ও জাহাঙ্গীর আলমের বরাবরে বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত শাহ আলম, মোঃ আলী ও জাহাঙ্গীর আলমের প্রাপ্ত স্বত্ব বয়-বিক্রীর জন্য বিগত ০৪/০৩/২০০৯ ইং তারিখে ১৮৩৬ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত আমমোক্তার নামা মূলে মোঃ ইউনুচ-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। তাহা বিগত ০৩/০৬/২০১২ ইং তারিখে ৬০৫২ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে কহিনুর আক্তারের বরাবরে বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত জাহাঙ্গীর আলমের প্রাপ্ত স্বত্ব বয়-বিক্রীর জন্য বিগত ২৫/০৯/২০১২ ইং তারিখে ৯৭৫৯ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত আমমোক্তার নামা মূলে জিয়া উদ্দীন বাবুল-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত কহিনুর আকতার, রশিদ আহামদ, মোঃ হোসেন ও জিয়া উদ্দীন বাবুলের প্রাপ্ত স্বত্ব বিগত ১৫/০৯/২০০৪ ইং তারিখে ৭৪২২ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে (৫ গন্ডা বা ১০ শতক ভূমি এই বিবাদীর বরাবরে বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। নালিশী ভূমির আন্দরে উক্ত আহামদ মিয়া'র ইতিপূর্বে বিক্রী বাদ অবশিষ্ট স্বত্ব হইতে বিগত ১৩/০২/১৯৭৫ ইং তারিখে ১৩৫১ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মুলে (৫ গন্ডা বা ১০ শতক ভূমি হালিমা খাতুনের বরাবরে বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। তৎ আন্দরে উক্ত হালিমা খাতুন বিগত ০৯/০৮/১৯৯৯ ইং তারিখে ৫২৪৪ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত এওয়াজ নামা মূলে (৩।।. কড়া ভূমি মোঃ সোলায়মান এর বরাবরে এওয়াজ দখল হস্তান্তর করেন। উক্ত সোলায়মান মরণে তৎ পুত্র যোবায়ের বাহাদুর

প্রাপ্ত হন। উক্ত যোবায়ের বাহাদুর বিগত ২৪/০৭/২০১৪ ইং তারিখে ৬১৯২ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলা মূলে (১-৫ তিল (এক গন্ডা, পাঁচ তিল) ভূমি এই বিবাদীর বরাবরে বিক্রীপূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। নালিশী ভূমি এই বিবাদী খরিদ সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভরাট পূর্বক 'রায়হান ডেইরী ফার্ম' স্থাপন করিয়া ভোগদখলে আছে। নালিশী ভূমিতে বাদীগণের কোন স্বত্ব দখল নাই। ২৬নং বিবাদী প্রকৃত স্বত্ববান ব্যক্তি হইতে খরিদ করিয়া উপরোক্ত মতে ভোগ দখলে করিয়া আসিতেছেন। নালিশী ভূমির বি. এস. খতিয়ান শুদ্ধ বটে। নিঃস্বত্ববান স্বত্ব দখলহীন বাদী প্রকৃত স্বত্ববান ব্যক্তিদের পক্ষ না করিয়া দুর্লোভে বশীভুত হইয়া ক্লেশকর মিথ্যা মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন বিধায় বাদীর মামলা খারিজযোগ্য।

১৫) <u>২৭ নং বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের মূল বক্তব্য হলো,</u> আহমদ মিয়া আর. এস. ১৪৬৩/১৪৬৫ দাগাদি হইতে বিগত ১৯/০৫/১৯৮৬ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৪৮৮ নং কবলা মূলে ১২ শতক এবং বিগত ০৭/০২/১৯৮৮ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৬২৭ নং কবলা মূলে ০৭ শতক সর্বমোট ১৯ শতক ভূমি হাজী রুস্তম মিয়ার পুত্র আবদুল ওয়াদুদ এবং হাজী মতিয়র রহমানের পুত্র ০২নং বিবাদী বজলুর রহমানের নিকট বিক্রয় পূর্বক দখল হস্তান্তর করেন। উক্তরূপ অবস্থায় ২নং বিবাদী বজলুর রহমান এবং আবদুল ওয়াদুদ নালিশী দাগাদির আন্দর খরিদা ১৯ শতক ভূমিসহ অপরাপর অনালিশী ভূমিতে যৌথভাবে কর্ণফুলী ফিলিং ষ্টেশন লিঃ নামীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে হাজী আবদুল ওয়াদুদ বিগত ২০/১২/১৯৯০ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৮১২ নং কবলা মূলে তাহার অনালিশী অপরাপর সম্পত্তিসহ উপরে বর্ণিত মতে তাহার খরিদা ভূমি সহ ২৮ শতক ভূমি এবং ০২নং বিবাদী বজলুর রহমান বিগত ২০/১২/১৯৯০ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৬৮১৩ নং কবলা মূলে তাহার অনালিশী অপরাপর সম্পত্তি সহ উপরে বর্ণিত মতে তাহার খরিদা ভূমিসহ ২৮ শতক ভূমি ২৭নং বিবাদী মেসার্স কর্ণফুলী ফিলিং ষ্টেশন লিঃ এর পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোঃ শাহ জাহান মোল্লা পিতা- মৃত হাজী জামাল উদ্দিন মোল্লা এর নামে বিক্রয় কবলা মূলে হস্তান্তর করতঃ স্বত্ব দখলচ্যুত হন। ২নং বিবাদী তাহার বিগত ২৬/০৮/২০১৫ ইং তারিখের লিখিত বর্ণনা সংশোধনের দরখাস্তে উক্তরূপ বিক্রয়ের বিষয় স্বীকার করেন। পরবর্তীতে ২৭নং বিবাদী মেসার্স মেসার্স কর্ণফুলী ফিলিং ষ্টেশন লিঃ এর পক্ষে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোঃ শাহাজাহান মোল্লার নামে নামজারী জমাভাগ ৮৩৯ নং খতিয়ান সৃজন হয়। উক্ত মেসার্স কর্ণফুলী ফিলিং ষ্টেশন লিঃ এর নামে খরিদা ভূমিতে ০২নং বিবাদী বজলুর রহমান ও আবদুল ওয়াদুদ এবং মোঃ শাহজাহান মোল্লা সম্মিলিত ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। ২৭ নং বিবাদীর স্বত্ব দখলীয় ভূমিতে বাদীগণের কোন স্বত্ব দখল না থাকায় বাদীগণ কর্তৃক আনীত ক্লেশকর অত্র মোকর্দ্দমা দৃষ্টান্ত মূলক খরচ সহ খারিজযোগ্য হয়।

<u>বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ</u>

১৮) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?

২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?

৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?

৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?

৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?

৬) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ?

৭) বিগত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলা জাল, ফেরবী, অকার্যকর ও বাদীগনের উপর বাধ্যকর কিনা ?

৮) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

<u>উপস্থাপিত সাক্ষ্য</u> ঃ

১৯) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ জাফর আহমদ (P.W.1); মোঃ সেলিম (P.W.2) ও মোঃ সেলিম (P.W.2), জামাল আহমদ (P.W.3)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মোঃ বজলুর রহমান (D.W.1), হাজী মোঃ তালাব আলী (D.W.2) ও মনির আহমদ (D.W.3)। **P.W.1 এবং D.W.1 জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।**

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। চরপাথর ঘাটা মৌজার আর এস ৪১৮ ও ৫৫৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ সিরিজ
২। এবং মৌজার বি. এস. ১৮৮ ও ১৮৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ২ সিরিজ

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। চরপাথরঘাটা মৌজার আর. এস. ৪১৮ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক
২। একই মৌজার বি. এস. ১৮৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। নামজারী ৫৬৪ নং খতিয়ানের আসল	প্রদর্শনী গ
৪। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-ঘ
৫। ১২/০৪/৩৯ তারিখের ১১৪৮ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী-ঙ
৬। ০৪/০৫/৫৮ সনের ৩৩৫৯ ও ৩৩৬০ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী-চ, চ(১)

৭। ২৬/০৫/৮১ সনের ৮৯৩০ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী-ছ
৮। ২০/০২/৮২ সনের ৩৬৪২ নং কবলার মূল কপি	প্রদর্শনী-জ
৯। ০৩/০৯/৯৬ সনের ৫০৬৪ নং দানপত্রের আসল	প্রদর্শনী-ঝ
১০। ০৬/০৬/০২ তারিখের ৩৭১৮ নং দানপত্রের আসল	প্রদর্শনী-ঞ

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

২০) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১, ২ ঃ " অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ? + অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"**

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি। বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য পর্যালোচনায় মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন বিদ্যমান পাওয়া গিয়াছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, আরজি বর্নিত নালিশী সম্পত্তি বাদীগনের মৌরশী সূত্রে প্রাপ্তীয় এজমালি সম্পত্তি হয়। নালিশী জমিতে বিবাদীদের কোনকালে কোন স্বত্ব দখল ছিল না। ১-৩ নং বিবাদী নালিশী ভূমি খরিদ করেছে মর্মে প্রকাশ করিলে এবং বিবাদীগণ তাদের পূর্ববর্তীর নামে বি এস খতিয়ান প্রকাশিত আছে মর্মে দাবি করিলে বাদীগণ সর্বপ্রথম ০৯/১০/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে বি এস খতিয়ানের সহি মুরুরী নকল সংগ্রহ করেন এবং উক্ত বিষয়ে মর্মে অবগত হন। সর্বশেষ ০১/০৪/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ বি এস খতিয়ান বিষয়ে নাদাবি দিতে অস্বীকার করেন। বিগত ০১/০৪/২০০৮ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে বলে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুদ্বয় বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২১) বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২২) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৫-৭ ঃ " নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ? + তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল বা অশুদ্ধ কি না ? + বিগত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলা জাল, ফেরবী, অকার্যকর ও বাদীগনের উপর বাধ্যকর কিনা ?"**

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়ত্রয় একত্রে গ্রহন করা হলো। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত আর এস ৪১৮ খতিয়ানের ১৪৬৩ দাগ সামিল বি এস ১৪৭৮ দাগে ৭৮ শতকের মধ্যে ১৯.১১ শতক এবং আর এস ৫৫৭ খতিয়ানের আর এস ১৪৬৫ দাগ সামিল বি এস ১৮৮ খতিয়ানের বি এস ১৪৭৯ দাগে ১৫ শতক কাতে ৩.৩৩ শতকে ভূমি মৌরশীসূত্রে স্বত্ববান মর্মে দাবি করেছেন। উভয়দাগে স্থিত [১৯.১১ + ৩.৩৩] = ২২.৪৪ শতক ভূমি বিরোধীয় ভূমি হয়।

২৩) বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় নালিশী আর এস ৪১৮ নং খতিয়ান **[প্রদর্শনী-১]** হতে দেখা যায়, আর এস ১৪৬৩ দাগে ৮৭ শতক এবং আর এস ৫৫৭ নং খতিয়ানের **[প্রদর্শনী-১(ক)]** আর এস ১৪৬৫ দাগে ১৫ শতক সম্পত্তির মালিক ছিল উক্ত অছি উদ্দিন @ অছি মিয়া। উক্ত অছি উদ্দীন প্রকাশ অছি মিয়া মরণে তৎ স্বত্ব পুত্র আবদুল ওয়াদুদ, গুড়া মিয়া, আবদুল লতিফ, ছিদ্দিক আহমদ কন্যা ফাতেমা খাতুন এবং স্ত্রী আজন্নিছা প্রাপ্ত হয়। আজন্নিছা মরনে তাহার স্বত্ব পুত্র কন্যা প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাবি হলো ছিদ্দিক আহমদ তপশীলোক্ত নালিশী দাগে তৎ পৈর্তৃক প্রাপ্তীয় স্বত্বাংশে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব স্ত্রী পুত্র ১/২ নং বাদী প্রাপ্ত হইয়া ভোগ দখলকার হন। এভাবে অছি মিয়ার পুত্র ছিদ্দিক আহম্মদ এর ওয়ারীশ হিসাবে বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবার দাবি করেছেন।

২৪) অপরদিকে বিবাদীপক্ষ দাবি করেছেন যে, অছি মিয়ার ওয়ারীশ স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ বিগত ১২/০৪/৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলামূলে আর এস ১৪৬৩ ও ১৪৬৫ দাগে সমুদয় সম্পত্তি হেদায়েত আলী বরাবর হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় উক্ত কবলার সি.সি কপি [প্রদর্শনী-ঙ] হতে এরুপ হস্তান্তরের বিয়ষটি সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো উক্ত হেদায়েত আলী হতে হস্তান্তর পরিক্রমায় বিবাদীগণ নালিশী দাগ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে ১৯৩৯ ইং সনের উক্ত কবলায় অছি মিয়ার পুত্র ছিদ্দিক আহম্মদ (বাদীগনের পূর্ববর্তী) নাবালক থাকায় তাহার পক্ষে অভিভাবক হিসাবে ভ্রাতা আবদুল ওদুদ @ সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করেন। যেহেতু বাদীগনের পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্ব উক্ত কবলামূলে হেদায়েত আলী বরাবর হস্তান্তরের মাধ্যমে নিঃশেষ হয়েছে সেহেতু ছিদ্দিক আহম্মদের ওয়ারীশ হিসাবে বাদীগণ নালিশী দাগে কোনরুপ স্বত্ব দাবির অধিকারী হবেন না।

২৫) উভয়ক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় অত্র মামলার মূল বিরোধীয় বিষয় হলো মূলত ১২/০৪/৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলামূলে বাদীগনের পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্বাংশ বৈধভাবে হস্তান্তরিত হয়েছিল কিনা ? বাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহম্মদের নামীয় ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের কবলাটি ফেরবী ও অকার্যকর দলিল মর্মে দাবি করেছেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে, ১৯৩৯ ইং সনে কবলা সম্পাদনের সময়ে

ছিদ্দিক আহম্মদ চাকুরী সুবাদে বার্মায় ছিলেন। তবে তার স্ত্রী পুত্র দেশে ছিল। ছিদ্দিক আহম্মদ সময়ে সময়ে বার্মা হতে দেশে আসতেন। বাদীপক্ষের মূল বক্তব্য হলো ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক ছিলেন। তাহার ভ্রাতা আবদুল ওদুদ সহ অন্যান্য গং ছিদ্দিক আহম্মদ কে নাবালক দেখিয়ে উক্ত কবলা সম্পাদন করেছিলেন। যেহেতু কবলা সম্পাদনের সময়ে ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক ছিলেন না সুতরাং উক্ত কবলামুলে ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়নি।

২৬) যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, কথিত দলিল ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক পক্ষে ভ্রাতা বা মাতা এরুপ লিখা না থাকায় ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্ব নাবালক বিবেচ্যে হস্তান্তরিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ছিদ্দিক আহম্মদ ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে নাবালক ছিলেন না বিধায় তাহার ভ্রাতা আবদুল ওদুদ তাহাকে নাবালক সাজিয়ে দলিল সম্পাদন করায় তা প্রতারনার সামিল হয়। সুতরাং কথিত দলিল বাতিল মর্মে গন্য হইবে। নাবালকের স্বত্ব মাতা বা ভ্রাতা হস্তান্তর করিতে পারেন না কেননা তারা নাবালকের De facto Guardian । De facto Guardian কর্তৃক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হলে উক্ত হস্তান্তর বাতিল বা Void হয়।

২৭) বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি বাদীপক্ষের এরুপ দাবি সম্পূর্ন অস্বীকার করেছেন। বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, নাবালকের পক্ষে De facto Guardian দলিল সম্পাদন করলে নাবালক সাবালক হবার ৩ বৎসরের মধ্যে কিংবা দলিল সম্পাদনের ১২ বৎসর সময়ের মধ্যে মামলা না করিলে উক্ত দলিল দ্বারা গ্রহীতা স্বত্ব অর্জন করে। বাদীগনের পূর্ববর্তী সিদ্দিক আহম্মদ কথিত দলিলটি কখনো চ্যালেঞ্জ করেননি। বাদী ১৯৩৯ ইং সনের পরবর্তীতে নালিশী ভূমি সংক্রান্ত সম্পাদিত কোন দলিল বিষয়ে প্রতিকার প্রার্থনা করেননি। ফলে বাদী অত্র মামলায় কোন প্রতিকার পাবেন না। এছাড়া বিরোধীয় ১৪৬৩ দাগের ৮৬ শতক ভূমি হতে ৪৮ শতক ভূমি ৭৪/৮৪-৮৫ নং মামলা মূলে অধিগ্রহনের বিষয়টি বাদী আরজিতে গোপন করেছেন। বাদীর দাবিকৃত ভূমি অধিগ্রহন ভূমি অন্তভূক্ত থাকায় বাদীর মামলা খারিজযোগ্য। সর্বশেষ বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে বাদীর দাবিকৃত ভূমির চৌহদ্দি সুনির্দিষ্ট নয় এবং দখল নেই বিধায় বাদী ঘোষনামূলক প্রতিকার পাবার অধিকারী নন।

২৮) বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় নালিশী ১২/০৪/১৯৩৯ ইং সনের ১১৪৮ নং কবলার সি.সি কপি [প্রদর্শনী-ঙ] পর্যালোচনায় দেখা যায়, উক্ত কবলায় হস্তান্তর দাতা হিসাবে অছি উদ্দিনের স্ত্রী, পুত্র কন্যা যথা আবদুল ওয়াদুদ @ অদু মিয়া, গুড়া মিয়া, আবদুল লতিফ, কন্যা ফাতেমা খাতুন, স্ত্রী আজন্নিছা ও ছিদ্দিক আহম্মদের নাম রহিয়াছে। শুধুমাত্র ছিদ্দিক আহম্মদ এর ক্ষেত্রে তাহাকে নাবালক দেখানো হয়েছে এবং নাবালক ছিদ্দিক আহম্মদের পক্ষে তৎ ভ্রাতা অদু মিয়া @ আবদুল ওয়াদুদ সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি করেন। একটি বিষয় লক্ষনীয় যে উক্ত কবলামূলে অছি মিয়ার প্রায় সকল ওয়ারীশ নালিশী তফসিলোক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন। একমাত্র ছিদ্দিক আহম্মদের ওয়ারীশ ছাড়া তাদের কেউ উক্ত কবলা বিষয়ে পরবর্তী সময়ে কখনো কোন আপত্তি উত্থাপন করেননি।

২৯) বাদীপক্ষ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে ছিদ্দিক আহম্মদ উক্ত সময়ে নাবালক ছিলেন না এবং তিনি বার্মায় চাকুরী উপলক্ষে স্থানান্তরে ছিলেন মর্মে দাবি করলেও উক্ত দাবি সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য মৌখিক বা দালিলিক প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। ছিদ্দিক আহম্মদের পুত্র P.W.1 জেরাতে তার পিতা ছিদ্দিক আহম্মদ কবে নাবালক ছিল, কবে দেশে ছিল, কবে বাইরে ছিল তা জানেনা মর্মে উত্তর প্রদান করেন। যেহেতু কথিত দলিলে ছিদ্দিক আহম্মদ কে নাবালক দেখানো হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ কর্তৃক উক্ত সময়ে ছিদ্দিক আহম্মদ যে সাবালক ছিল তৎ বিষয়টি সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না থাকায় দলিলের উক্ত বক্তব্য অর্থাত ছিদ্দিক আহম্মদের নাবালক থাকার বিষয়টি বিশ্বাস করার অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি। সুতরাং ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখে ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক ছিলেন না মর্মে এরুপ দাবি বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

৩০) ইহা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, তর্কিত ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলায় নাবালক ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্ব তাহার পক্ষে ভ্রাতা আবদুল ওদুদ হস্তান্তর করেছিলেন যিনি একজন De facto Guardian । নাবালকের মাতা ও একজন De facto Guardian মর্মে গন্য হন। বাদীপক্ষ De facto Guardian কৃর্তক সম্পাদিত কবলা বাতিল মর্মে যে দাবি করেছেন উক্ত দাবির সহিত অত্র আদালত একমত। তবে যেক্ষেত্রে হস্তান্তরিত সম্পত্তির দখল উদ্ধারের জন্য নাবালক কে সাবালক হবার ৩ বছরের মধ্যে অথবা দলিল সম্পাদনের ১২ বছরের মধ্যে আদালতে মামলা দায়ের করার আবশ্যকীয় বিধান রয়েছে। উক্ত সময়ের মধ্যে যদি নাবালক মামলা না করে সেক্ষেত্রে তাহার দাবি তামাদিতে বারিত হবে। সেক্ষেত্রে তামাদি আইনের ৬, ৭ ও ২৮ ধারা প্রযোজ্য হবে।

৩১) **কাশেম মোল্লা বনাম ফজলে শেখ , ৩ ডি এল আর পৃষ্ঠা নং-৩০৬ তে বর্নিত মামলায় আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত ছিল এরকম** “ A minor , whose property has been sold by his mother, during his minority need not aside the sale which is void, but he can institute a suit for possession within 12 years from the date of sale or within three years from the date of his attainment of majority whichever may be the later date. If the suit is not so instituted his title in the property would be extinguished under section 28 of the Limitation Act and the subsequent suit would be barred by limitation.

৩২) অত্র মামলায় দেখা যায় তর্কিত ১৯৩৯ সনের কবলামূলে বাদীগনের পূর্ববর্তীগণ নালিশী দাগাদির সম্পূর্ণ ভূমি হেদায়েত আলীর নিকট হস্তান্তর করেছেন। প্রদর্শনী-চ ও প্রদর্শনী-চ(১) হতে প্রতীয়মান হয় হেদায়েত আলীর মৃত্যুতে তৎ পুত্র সাকের আহমদ প্রকাশ সাইর আহমদ ১৪/০৫/১৯৫৮ ইং তারিখে ৩৩৫৯/৩৩৬০ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ১৪৬৩ দাগের ৩৬ শতক এবং আর. এস. ১৪৬৫ দাগের ৪ শতক জমি নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজনের বরাবরে হস্তান্তর করেন। আবার মুন্সী মিয়া ১৯৫৫ ইং সনে

৪৪৫৪ নং কবলা মূলে আর. এস. ১৪৬৩ দাগে ১৪ গন্ডা সম্পত্তি আবদুল মোনাফ এর নিকট বিক্রয় করেন। আবদুল মোনাফ হতে উক্ত সম্পত্তি ১৯৫৭ ইং সনের ৪৪৬৪ নং দলিলমূলে নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজন খরিদ করে। বিবাদী পক্ষ আরো দাবি করেন যে উক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ মহাজন মরনে দুইপুত্র রাম লাল নাথ ও প্রফুল্ল চন্দ্র নাথ ওয়ারিশ থাকে। বিবাদীপক্ষ ১৯৫৫ ও ১৯৫৫ ইং সনের কবলা দলিল দাখিল না করলেও বি এস ১৮৯ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২(ক) ও বি এস ১৮৮ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, বি এস খতিয়ান উক্ত খরিদ্দার হেদায়েত আলীর পুত্র আহম্মদ মিয়া, নগেন্দ্র চন্দ্র নাথ এর পুত্র রাম লাল ও প্রফুল্ল চন্দ্র নাথের নামে শুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়েছে। উক্ত বি এস খতিয়ান পর্যালোচনায় আরো প্রতীয়মান হয়, বি এস ১৮৯ নং খতিয়ানে বাদীগনের পূর্ববর্তী অছি মিয়ার নামেও রেকর্ড হয়েছে। যেহেতু অছি মিয়ার ওয়ারীশ গণ ১৯৩৯ ইং সনেই নালিশী সম্পূর্ণ দাগভূমি হেদায়েত আলীর বরাবরে বিক্রয় করেছিলেন সেহেতু অছি মিয়ার নামে বি এস খতিয়ান ভূলক্রমে রেকর্ড হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী দাগের সম্পত্তি হেদায়েত আলী ১৯৩৯ ইং তারিখের কবলামূলে খরিদের পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তর পরিক্রমায় নালিশী দাগের সম্পত্তি বিবাদীগন প্রাপ্ত হন।

৩৩) নালিশী আর এস ১৪৬৩ সামিল বি এস ১৪৭৮ দাগে ৮৬ শতক ভূমির মধ্যে ৪৮ শতক ভূমি P.A.B সড়ক বাবদ অধিগ্রহন হলেও বাদীপক্ষ উক্ত অধিগ্রহন বিষয়ে কোন বক্তব্য প্রদান করেননি। বাদীপক্ষে আনীত সাক্ষী P.W.1 ও P.W.3 তফসিলোক্ত নালিশী ভূমিতে ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করলেও সাক্ষী P.W.2 নালিশী ভূমিতে বাদীকে কখনো দখল করতে দেখেননি মর্মে বলেছেন। তবে তিনি বাদী থেকে শুনেছেন যে রাস্তার দু-পাশে বাদী ৮ গন্ডার মতো জমি পাবে। রাস্তার পূর্বপাশে কতটুকু আর পশ্চিম পাশে কতটুকু তা তিনি বলতে পারবেন না মর্মে বলেন। এ সাক্ষীর বক্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় বাদী রাস্তার দুপাশে জমি দাবি করেছেন কিন্তু চৌহদ্দিতে তা সুনিদিষ্ট চকবন্দে বর্নিত করেনি। আবার নালিশী দু দাগ হতে বাদীর কোন জমি অধিগ্রহনে গিয়েছে কিনা-এ বিষয়েও কোন বক্তব্য রাখেন নি। রাস্তার দুপাশে নালিশী দাগের সম্পত্তি বাদীগণ এজমালে দখলকার হবার দাদিব করলেও কিভাবে দখল করছেন তা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেননি। এমতাবস্থায় নালিশী ভূমিতে বাদীগনের কোন দখল নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। অপরদিকে বিবাদীপক্ষের সাক্ষী D.W.2 ও D.W.3 এর বক্তব্য হতে দেখা যায়, ২ নং বিবাদী বজল আহম্মদ ১৭ গন্ডা ২ কড়া ১ কন্ট ভূমিতে দখলে আছে। ১৭ গন্ডার মধ্যে ৭ গন্ডা নাল বাকিগুলো দোকান ভিটি যাহা রাস্তার পশ্চিম পাশে এবং ৭ গন্ডা নাল রাস্তার পূর্বপাশে। সেখানে সেনেটারী দোকান আছে। পশ্চিম পাশে একটি সি এন জি পেট্রোল পাম্প ও রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। মোট ৮৭ শতকের মধ্যে ৫০ শতক অধিগ্রহনে যায় বাকি ৩৪ শতক বজলের দখলে এবং ৩ শতক তাহের গংয় দের দখলে। দখল বিষয়ে সাক্ষীগনের বক্তব্য সত্য মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় নামজারি খতিয়ান নং-৫৬৪ প্রদর্শনী-গ ও ৪ ফর্দ খাজনার দাখিলা-ঘ সিরিজ , নালিশী দাগের ভূমিতে বিবাদীর দখল থাকার

প্রমাণ পাওয়া যায়। সার্বিক বিবেচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের কোন দখল নেই বরং বিবাদীর দখলে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৪) উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রমান ও আলোচনা পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ১৯৩৯ ইং সনে বাদীগনের পূর্ববর্তী অছি মিয়ার ওয়ারীশ গং তফসিলোক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে হস্তান্তর পরিক্রমায় বিবাদীগণ উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। উক্ত ১৯৩৯ ইং সনে ছিদ্দিক আহম্মদের স্বত্ব হস্তান্তরিত হবার পরবর্তী সময়ে তৎ ওয়ারীশ বাদীগন কখনো তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে ভোগদখলকার ছিলেন না। যেহেতু ছিদ্দিক আহম্মদ বা তৎ ওয়ারীশ বাদীগণ দখলে ছিলেন না সেহেতু ছিদ্দিক আহম্মদ এর উচিত ছিল সাবালক হবার ৩ বছরের মধ্যে বা সম্পাদনের ১২ বছরের মধ্যে তফসিলোক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য মামলা করা যাহা উপরোক্ত **কাশেম মোল্লা বনাম ফজলে শেখ** মামলার সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত। যেহেতু ছিদ্দিক আহম্মদ বা তৎ ওয়ারীশ বাদীগণ উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত কবলা চ্যালেঞ্জ করে দখল উদ্ধারের জন্য কোন মামলা করেননি সুতরাং বাদীগনের দাবি তামাদিতে বারিত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৫) ১৯৩৯ ইং সনের কবলা নিয়ে বাদীগনের পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহম্মদ বা তৎ ওয়ারীশগণ দীর্ঘ সময়ে কোন ধরনের প্রতিকার প্রার্থনা না করায় সহজেই অনুমিত হয় যে তারা উক্ত কবলা মেনে নিয়েছেন এবং উক্ত হস্তান্তর যে কার্যকর হয়েছিল তা পরবর্তী হস্তান্তরসমূহ এবং সর্বশেষ বি এস জরিপ তা প্রমাণ করে। বাদীগনের স্বীকৃতমতে ছিদ্দিক আহম্মদ ১৯৩৯ সনে সাবালক ছিলেন এবং তিনি বার্মা থাকাকালে তার পরিবার দেশেই ছিল। যেহেতু কথিত হস্তান্তর ছিদ্দিক আহম্মদের মা ভাই বোন হস্তান্তর করেছিলেন সুতরাং ছিদ্দিক আহম্মদ ও তার পরিবার যে জানত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কবলা সম্পাদনের দীর্ঘ ৬৯ বছর পর উক্ত কবলা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন বাদীগনের অসৎ মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে। ইহা বলা আবশ্যক যে ত্রিশ বা চল্লিশের দশকে মানুষজন আইন কানুন বিষয়ে ততটা সতর্ক ছিল না। ছিদ্দিক আহম্মদের আপন ভ্রাতা নাবালক ভ্রাতার পক্ষে সম্পাদন করেছেন মূলত প্রকৃত হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে। এখানে প্রতারনা বা নাবালকের সম্পত্তি আত্মসাৎের কোন উপলক্ষ আমার নিকট দৃষ্ট হয়নি কেননা অন্য সকল ভাই বোনরা উক্ত কবলামূলে তাদের সম্পূর্ন স্বত্ব হস্তান্তর করেছিল। সার্বিক বিবেচনায় ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলাটি একটি সহি শুদ্ধ ও কার্যকর দলিল মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান যে নালিশী তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদীগনের কোন এজমালি স্বত্ব বা দখল নেই এবং নালিশী বি এস খতিয়ানে বাদীগনের পূর্ববর্তী অছি মিয়ার নাম লিপি ভুল ও ভিত্তিহীনভাবে রেকর্ড রয়েছে। এছাড়া ১২/০৪/১৯৩৯ ইং তারিখের ১১৪৮ নং কবলাটি একটি শুদ্ধ ও কার্যকর দলিল হয়। এমতাবস্থায় বিচার্য বিষয় নং-৫-৭ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৬) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৩ ঃ " অত্র মোকদ্দমা তামাদি দোষে দুষ্ট কি না? "**

উপরের আলোচনা হতে আমরা পেয়েছি যে বাদীর পূর্ববর্তী ছিদ্দিক আহম্মদের নামীয় উক্ত ১৯৩৯ ইং সনের কবলা ছিদ্দিক আহম্মদ নাবালক হিসাবে সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত কবলা বিষয়ে আইনানুগ প্রতিকার ছিদ্দিক আহম্মদ সাবালক হবার ৩ বছর বা সম্পাদনের ১২ বছরের মধ্যে করার বিধান থাকলেও বাদীগণ কবলা সম্পাদনের প্রায় ৬৯ বছর পর অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে। ইহাতে কোন সন্দেহ নেই যে বাদীগণ অত্র মামলা নির্ধারিত তামাদি সময়সীমার মধ্যে আনয়ন করেননি। সুতরাং অত্র মামলা তামাদিতে বারিত মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৩ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিস্পত্তি করা হলো।

৩৭) **বিচার্য বিষয় নম্বর ৮ ঃ " বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"**

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং-৩/৫-৭ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিস্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থীত ডিক্রী পাবার হকদার।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ২/৩/৪(ক)/২৬/২৭ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।